মুকুলপুত্রসহ বাকিদের জন্য বিজেপির দরজা খোলা ঃ দিলীপ ঘোষ

অনিমেষ প্রামানিক, মহিষাদল

ভদ্রলোকেদের তৃণমূলের মতো একটা দলে টিকে থাকা মুশকিল। অনেকেই এটা জানেন, কিন্তু নানা ভয়ে দল ছাড়তে পারছেন না। আর যাঁরা সাহস দেখাতে পারছেন তাঁরা একে একে বিজেপিতে এসে নাম লেখাচ্ছেন। বাংলাকে অপশাসনের থেকে রক্ষা করতে মুকুল রায়ের পথ ধরে তার পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের মতো আরো অনেকেই বিজেপিতে আসতে পারেন। আমরা বাংলার সম্মান ও উন্নয়নের স্বার্থে সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রবীন্দ্র পাঠাগারে বিজেপির নির্বাচনী কর্মশালায় যোগ দিয়ে একথা বলেন দিলীপ ঘোষ। এই নির্বাচনী কর্মশালায় দিলীপ ঘোষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি প্রদীপ দাস, বিজেপি নেতা অম্বুজ মাহান্তি, তৃণমূল ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী পাঁশকুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান সহ অন্যান্যরা। বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলায় তৃণমূল ৭০ হাজার মনোনয়ন জমা করেছে। যা আসন সংখ্যার থেকে ১২-১৫ হাজার বেশি। মনোনয়নের সময় আমাদের লোককে ওরা মেরেছে। আর মনোনয়নের পর নিজেরা মারামারি করে খুনোখুনি হচ্ছে। দিলীপবাবু আরও বলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নকে ঘিরে নানা অভিযোগ উঠেছে। যার কারণে হাইকোর্টের নির্দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হয়েছে। তারপরেও তৃণমূলের সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না। দিলীপবাবু বলেন, আমি প্রথমেই বলেছিলাম এই রাজ্যে এক সময়ে সিপিএম, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭০ থেকে ১০০ জন খুনোখুনি করে মৃত্যুর রাজনীতি আমদানী করেছে। দাবি করেন, গত নির্বাচনগুলির মতো এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। আগের থেকে বেশি গুণ্ডারা নির্বাচনে নেমেছে। তৃণমূল সমস্ত সমাজ বিরোধীদের নেতা বানিয়ে দিয়েছে। পুরো পার্টিটাই সমাজ বিরোধীদের পার্টি হয়ে গেছে বলে কটাক্ষ করেন এই বিজেপি নেতা। তাই এই রাজ্যে নির্বাচনে খুনোখুনি হবে না তা কি হয়?

দিলীপবাবু বলেন, কোর্টের উপর আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। তারা একটি রাস্তা বের করবেন। যাদের নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি তারা নমিনেশন করতে পারবেন। বলেন, কোর্ট আর নির্বাচন কমিশনই তা ঠিক করবেন। আমরা নির্বাচনে লড়তে নেমেছি। ৩৫ হাজার প্রার্থী দিয়েছি। লড়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমরা প্রচারে নেমেছি। তবে কোর্ট যা রায় দেবে তা মেনে নির্বাচনে লড়াই করব। সেই সাথে তিনি আরো বলেন, বাংলায় যারা গণতান্ত্রিক অধিকারকে হনন করতে চাইছে, আইন-কানুনকে না মেনে গুণ্ডাগিরি করতে চাইছে তাদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য যা যা করার দরকার তা সব করব আমরা।

বাঘের মৃত্যু রহস্যে বিভ্রান্তি, নাম জড়ানোয় আদিবাসী মহলের একাংশের ক্ষোভ

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, মেদিনীপুর

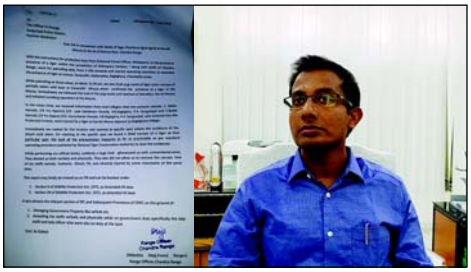

জঙ্গলমহলের বাঘঘোড়ার জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চলছে জোর কদমে। সংবাদ মাধ্যম থেকে সোস্যাল মিডিয়াতেও বাঘ মামার এই পরিণতিকে ঘিরেও চলছে হাজারো সওয়াল-জবাব, দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপ। এর মধ্যে এলাকার আদিবাসী মহলের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দক্ষিণা রায়ের মৃত্যুর সাথে তাদের নাম জড়ানোয়। কারণ ফেসবুক সহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে কোনও প্রমাণ ছাড়াই তাদের শিকার উৎসবকেই এই বাঘের মৃত্যুর কারণ বলে মন্তব্য করে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন উৎসবকে চিরতরে বন্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে। তার সাথে শনিবার গড়গড়িপাল থানায় বাঘের মৃত্যুর ঘটনায় রেঞ্জ অফিসার নিবেদিতা মাঝির করা অভিযোগে তাদের নাম জড়ানো হয়েছে এমন ভুয়ো খবর ছড়ানোয় উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। যদিও বিভ্রান্তি সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া। জানা গেছে, জঙ্গলমহল জুড়ে এই বিভ্রান্তি প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে বুঝতে পেরেই বাংলা নতুন বর্ষের প্রথম দিন সাংবাদিক বৈঠক করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া। সাংবাদিক বৈঠকে বসেই সেই কথা স্পষ্ট করে দেন তিনি। পুলিশ সুপার বলেন, কোনও ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, বাঘঘোড়ার জঙ্গলে রয়াল বেঙ্গলের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কাজে বাধা ও এক বনকর্মীর আহত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে এফআইআর-এ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর তদন্ত আরও এগোবে। সাংবাদিক বৈঠকে আলোক রাজোরিয়া বলেন, একটা বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। সেটা আগে দূর করা দরকার। জানান, বাঘের হানায় আহত বাবল হাঁসদা ও বাবলু হাঁসদাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য বন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, আহত বাবল হাঁসদা ও বাবলু হাঁসদার নাম এফআইআর-এ উল্লেখ থাকলেও তাঁদের অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়নি। বাঘের মৃত্যুর ঘটনাক্রম বোঝাতেই তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ওইদিন কিছু লোক সেলফি নেওয়ার জন্য জঙ্গলে উপস্থিত ছিলেন, সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ রয়েছে এফআইআর-এ। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আহত দুই ব্যক্তি জানিয়েছেন, জঙ্গলে যে বাঘের উপস্থিতি রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা জানতেন না। কীভাবে আহত হয়েছেন সেটাও তাঁরা জানিয়েছেন। পুরো বিষয়টি আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছি। প্রসঙ্গত, বাঘ মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোস্যাল নেটওয়ার্কি সাইট জুড়ে একের পর এক পোস্ট আছড়ে পড়তে থাকে। বন দফতরকে দোষারোপ করে প্রশ্ন তোলা হয়, ড্রোনের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েও কেন জীবন্ত বাঘকে ধরা গেল না। কেউ কেউ বলেন, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আইন করে জঙ্গলে শিকার বন্ধ করা হোক। আবার কারও দাবি, একটা হরিণ মারলে যদি জেল হয় তবে বাঘ মারলে কেন ফাঁসি হবে না? কেউ কেউ মন্তব্য করেন, এত সুন্দর একটা প্রাণীকে আমরা হারালাম। দেড় মাস লালগড়ের জঙ্গলে এসে কারও কোনও ক্ষতি করেনি। তবুও কিছু মানুষের আনন্দের খেসারত দিতে হল বাঘমামাকে। শিকারীদের ভোটাধিকার কাড়ার দাবিও কেউ কেউ তুলেছেন তাঁদের মন্তব্যে। সেই পরিস্থিতিতে জঙ্গলমহল জুড়ে তৈরী হওয়া একটা আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের আবহাওয়া থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ বলেও মনে করা হচ্ছে।

রবিবার পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে আরামবাগ পৌরসভার উদ্যোগে আরামবাগ শিশুউদ্যানে সারাদিন ব্যাপী চলে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আপত্তিকর অবস্থায় দেখার পরিণাম মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়্গপুর ঃ প্রতিবেশি এক কাকুকে অন্য এক প্রতিবেশি মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত দেখে ফেলায় এক নাবালককে জীবন্ত আগুনে পুড়ে মরতে হল। শেখ সাবির (১৩) নামে এক নাবালকের হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দিল সেক হাতেম নামে এক প্রতিবেশি কাকু। গা শিউরে ওঠা এই নৃসংশ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের বাহাগেড়া গ্রামে। জানা গেছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত সেক হাতেম ও এই ঘটনায় তার সহযোগী সাইফুল খাঁ পলাতক। তবে অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করেছে খড়্গপুর লোকাল থানার পুলিশ। বাহাগেড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত কিশোর সেক সাবিরের বাবা সেক মনু জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বাড়ির কিছু সামগ্রী কিনতে তাঁর ছেলে দোকানে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়ে ছিল। অভিযোগ করেছেন, সেই সময় অভিযুক্ত মহিলার সঙ্গে ওই এলাকার বাসিন্দা সেক হাতেমকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পায় সেক সাবির। ফলে ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে বুঝতে পেরে সেক হাতেম ও সহযোগী বন্ধু সাইফুল খাঁ তাঁর ছেলেকে ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে সাবিরের হাত,পা ও মুখ বেঁধে দুজনে মিলে ব্যাপক মারধর করে। পরে চেয়ারে বসিয়ে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেক মনু জানিয়েছেন, ছেলে ঘরে না ফেরায় শুক্রবার সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও সন্ধান পাননি তাঁরা। পরের দিন সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে সেক সাবিরকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পরে ওড়িশার কটকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই শনিবার রাতে তার মৃত্যু হয়। জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে সাবির মুখ খোলেই তাঁরা সমস্ত ঘটনাটি জানতে পারেন।

দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-২ নং ব্লকের সর্বদয় ও বাসদেবপুর ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সকল বুথের দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সাংগঠনিক ও নির্বাচনী প্রচারের বিষয় নিয়ে সভা করলেন এলাকার বিধায়ক সমরেশ দাস। এই এলাকার জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থসারথী দাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা হাজির ছিলেন।

দেউলিয়ায় এস ইউ আই-এর প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেউলিয়া ঃ রবিবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরের দেউলিয়া বাজারে এস ইউ সি আই-এর কোলাঘাট লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এস ইউ সি আই নেতা নারায়ণচন্দ্র নায়েকের নেতৃত্বে এদিন চলে এই কর্মসূচী। নারায়ণবাবু বলেন, এই কর্মসূচী গত ১২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। সম্প্রতি মনোনয়নপত্র জমাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে বিরোধীদের হেনস্থা, মারধর ও মনোনয়ন জমা দিতে না দেওয়ার অভিযোগে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে।

নতুন বছরকে সাড়ম্বরে বরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁচমী ঃ নতুন বছরকে সাড়ম্বরে বরণ করে নিল পাঁচমী অন্তোর্দয় অনাথ আশ্রমের কচিকাঁচারা। অন্তোর্দয় অনাথ আশ্রম পরিচালিত স্নেহছায়া শিশু আবাসের পক্ষ থেকে আবাসিকদের নিয়ে নৃত্য, আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। আশ্রমের কর্ণাধার বলরাম করণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অলকা করণ, রাধামাধব দেবনাথ, রেনু পড় প্রমুখ। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আশ্রমের ১০২ জন বাচ্চাদের পোশাক দান করেন কালনা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কৃষ্ণা পাহাড়।